জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

সংখ্যা - জানুয়ারি ২০০৯/০২

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা

সংবাদ শিরোনাম:

* গাজা যুদ্ধের পর জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি- মুন এখন মধ্যপ্রাচ্য শান্তির ব্যাপারে আগের চেয়ে বেশি বদ্ধ পরিকর
* শিশুদের অনলাইন বিপদ থেকে রক্ষা করতে জাতিসংঘ ও ইউরোপের যৌথ উদ্যোগ
* মিয়ানমার: জাতিসংঘ ঘুর্ণিঝড়ত্তোর পুনরুদ্ধার পরিকল্পনার সূচনা
* দক্ষিণ এশিয়ার কয়েক শত মিলিয়ন মানুষ পানি সংকটে ভুগছে- জাতিসংঘ প্রতিবেদনের সতর্কবাণী

গাজা যুদ্ধের পর জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি- মুন এখন মধ্যপ্রাচ্য শান্তির ব্যাপারে আগের চেয়ে বেশি বদ্ধ পরিকর

১১ ফেব্রুয়ারি- আজ জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি- মুন বলেন, যুদ্ধ বিক্ষুব্ধ গাজা সফর তাকে পাশাপাশি অবস্থানরত দুটি দেশে ইসরাইল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে সমস্যা সমাধানে এবং ইসরাইলের সঙ্গে সব প্রতিবেশী আরব দেশের মধ্যে একটি দীর্ঘ মেয়াদী শান্তি স্থাপনে আগের চেয়ে বেশি বদ্ধ পরিকর করেছে।

তিনি ফিলিস্তিন জনগণের অবধারিত অধিকার সংক্রান্ত কমিটিকে এ দুটি দেশের মধ্যে সমস্যা সমাধান এবং ১৯৬৭ সালে দখলকৃত সব ভুখন্ড ইসরাইলকে ফেরত দেয়ার মাধ্যমে আরব শান্তি ফিরিয়ে আনার আরব পরিকল্পনার বরাত দিয়ে বলেন, শান্তি প্রক্রিয়া অবশ্যই পুনরুজ্জীবিত হওয়া প্রয়োজন এবং জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সংশি-ষ্ট সিদ্ধান্ত প্রস্তাব এবং রোড ম্যাপ এবং আরব শান্তি উদ্যোগ অনুযায়ী সংঘর্ষের একটি দীর্ঘ মেয়াদী সমাধান করতে পারে এমন সমঝোতা হওয়া উচিত।

এই লক্ষ্য অর্জনে আমি সর্বোচ্চ সব কিছু করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করছি। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কেও অবশ্যই তাদের সাধ্যমত সব কিছু করা উচিত। আর এটা অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি জরুরি।

জনাব বান হামাস ও অন্যান্য গ্রুপের রকেট হামলা বন্ধ করতে গত ডিসেম্বরে শুরু হওয়া তিন সপ্তাহব্যাপী ইসরাইলী আত্মরক্ষা হামলার কারনে ইসরাইল থেকে গাজায় চলে আসা মানুষদের সব ধরণের মানবিক সাহায্য পাওয়ার এবং অর্থনৈতিক লেনদেন করার পুনরায় সুযোগ সৃষ্টির দাবি জানান।

গাজার সবচেয়ে ঘনবসতি এলাকাগুলোতে বোমা বর্ষন এবং যুদ্ধে অন্তত ১৩০০ জন ফিলিস্তিনি নিহত এবং ৫৩০০ জন ফিলিস্তিনি আহত হয়েছে এবং ঘরবাড়ি, স্কুল, হাসপাতাল এবং বাজারগুলোকে ধ্বংস হয়েছে। ১৪ জন ইসরাইলী নিহত এবং ৫৩০ জন আহত হয়েছে।

জনাব বান বলেন, ‘শিশুসহ হাজার হাজার বেসামরিক জনগণ ভয়াবহ মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করছে। অনেক গাজাবাসী তাদের পরিবার-পরিজন ও ঘরবাড়ি হারিয়ে এখন বাস্তুচ্যুত । গাজার প্রায় ৯০ শতাংশ লোকের খাদ্য সাহায্য প্রয়োজন।’

গাজা ও দক্ষিণ ইসরাইলের বেসামরিক জনগণ এখন ভয়াবহ যুদ্ধ, ধ্বংষযজ্ঞ এবং দুর্ভোগের মধ্যে দিন যাপন করছে। যেসব মানুষ ইতিমধ্যেই অনেক বছর যাবত কষ্ট ভোগ করে আসছে তাদের কষ্ট এখন চরম আকার ধারণ করেছে। তারা এখন উদ্বেগ আর হতাশায় ভরা এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সম্মুখিন।

তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন, উভয় পক্ষ থেকে সমভাবে যুদ্ধ বিরতি ঘোষিত না হওয়া পর্যন্ত পরিস্থিতি অশান্তই থেকে যাবে এবং আবারও এখানে সংঘর্ষের উদ্ভব হবে।

মহাসচিব আইন সঙ্গত ফিলিস্তিন শাসন কাঠামোর অধীনে রাষ্টপতি মাহমুদ আব্বাসের নেতৃত্ব মেনে নেয়ার জন্য ফিলিস্তিনিদের প্রতি তার আহ্বান পুর্নব্যক্ত করেন। হামাস ২০07 সালে গাজা থেকে ‘ফাতাহ আন্দোলনের মাধ্যমে জনাব আব্বাসকে উচ্ছেদ করে।

শিশুদের অনলাইন বিপদ থেকে রক্ষা করতে জাতিসংঘ ও ইউরোপের যৌথ উদ্যোগ

১০ ফেব্রুয়ারি- জাতিসংঘ টেলিকম সংস্থা ও ইউরোপীয়ান কমিশন ইন্টারনেটের সবচেয়ে কর্মঠ এবং সবচেয়ে অসহায় ব্যবহারকারী শিশুদের সাইবার উৎপীড়ণ

এবং মোহাচ্ছন্নতাসহ অন্যান্য অনলাইন বিপদ থেকে রক্ষা করতে যৌথ উদ্যোগ নিয়েছে।

জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়নের (ITU) মহাসচিব হামাদুন তুরে এক সংবাদ বার্তায় বলেন, শিশুদের অনলাইন নিরাপত্তা অবশ্যই একটি বৈশ্বিক আলোচ্যসুচি হওয়া উচিত।

জেনেভা ভিত্তিক ITU একটি নিরাপদতর ইন্টারনেট দিবস পালনে EC সঙ্গে যোগ দিয়েছে, যা শিশুদের অনলাইন নিরাপত্তা বাড়াতে বিশ্বব্যাপী ৫০ টি দেশে ৫০০ টি কার্যক্রম চালু করেছে।

জনাব তুরে বলেন, আমাদের এটা নিশ্চিত করতে হবে যে শিশুদের অনলাইন বিপদ সম্পর্কে সবাই সচেতন। এবং এই ধরণের বিপদ কমাতে আমাদের বিশ্বব্যাপী পরিচালিত অন্য অনেক চমৎকার উদ্যোগকে উন্নততর ও শক্তিশালী করতে হবে, যেমন নিরাপদ ইন্টারনেট প্রোগ্রাম ।

এক জরিপে দেখা গেছে বিশ্বের প্রায় ৬০ শতাংশ শিশু ও কিশোর প্রতিদিন চ্যাট রুমে যায়। প্রতি চারজনের তিনজন শিশু অনলাইনে দ্রব্য ও সেবার বিনিময়ে তাদের নিজেদের ও তাদের পরিবারের তথ্য অন্যের সঙ্গে আদান প্রদান করে। প্রতি পাঁচ জনে একজন শিশু প্রতি বছর লুন্ঠণ বা মোহাবিষ্টের সম্মুখিন হয়।

ইউরোপীয়ান কমিশনারের তথ্য সমাজ এবং মিডিয়া বিভাগের ভিভিয়ান রেডিং বলেন, অনলাইন সেবার শিশুরাই সবচেয়ে ভাল সম্পদ হতে পারে যেমন, সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইট এবং মোবাইল ফোন সেবা ইত্যাদির মাধ্যমে।

তবে এখনও এগুলো ব্যবহারের গোপন ঝুঁকিকে অনেকে অবজ্ঞা করে যেমন সাইবার উৎপীড়ণ থেকে অনলাইন যৌন সঙ্গীর ফাঁদে পা বাড়ানো। আজ আমি জনগণ এবং ব্যক্তিখাত উভয় ক্ষেত্র থেকে সব সিদ্ধান্ত প্রনেতাগণকে শিশুদের কথা শুনতে এবং তাদের কাছ থেকে শিখতে এবং তাদের রক্ষা করতে কৌশল ও উপাদান উদ্ভাবনে সচেতন হবার আহ্বান জানাই।

সংস্থা বৈশ্বিক সাইবার নিরাপত্তা এজেন্ডা (GCA) এবং শিশুদের অনলাইন নিরাপত্তা কার্যক্রম চালু করেছে যার মুল লক্ষ্য হল বিশ্বের সব জায়গার শিশুদের নিরাপদ অনলাইন চর্চার জন্য সব অংশীদ্বারদের একত্রিত করা।

নিরাপদ ইন্টারনেট দিবসের অংশ হিসেবে Ins@fe Network একটি অনলাইন প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে যা এমন একটি তাবু যেখানে দর্শনার্থীরা ৫০ টি দেশের অংশগ্রহণকারীদের গৃহীত উদ্যোগ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবে।

ITU ১২ থেকে ১৭ বছর বয়সী শিশু কিশোরদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর EC এর উদ্যোগকে বেগবান করতে এই অনলাইন তাবুর ব্যবস্থা করে।

মিয়ানমার: জাতিসংঘ ঘুর্ণিঝড়ত্তোর পুনরুদ্ধার পরিকল্পনার সুচনা

০৯ ফেব্রুয়ারি- মিয়ানমারে গত বছরের ঘুর্ণিঝড় নার্গিসে দুর্গত কয়েক মিলিয়ন লোকের পুনরুদ্ধার পরিকল্পনার সুচনা করে এ অঞ্চলে নিযুক্ত জাতিসংঘ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা উলে-খ করেন, জরুরী ত্রাণ ছাড়াও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার এবং সামাজিক সেবা কর্যক্রমের জন্য শক্তিশালী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

The three-year Post-Nargis Response and Preparedness Plan (PONREPP) ঘুর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ দ্রব্যসামগ্রী পুনর্নির্মানের একটি নীল নকশা। গত বছর মে মাসে ঘটে যাওয়া এই ঝড়ে ১,৪০,০০০ লোক নিহত এবং ৮,০০,০০০ লোক তাদের নিজ বাড়ি থেকে নিখোঁজ ও স্থানান্তরিত হয়েছে।

নোলীন হেইজার, নির্বাহী সচিব, জাতিসংঘ এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন (এসকাপ) বলেন, পরিকল্পনা প্রনয়ন এবং পুর্বের দ্রব্যাদীগুলো পুনরুজ্জীবিত করতে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান, কার্যকরি কৌশল এবং দায়িত্বশীল প্রক্রিয়ার প্রয়োজন।

মিজ হেইজার স্থাপত্য অধিকার গুরুত্বপুর্ণ হতে পারে না বলে উলে-খ করে বলেন, মানবিক সাহায্য থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া কার্যকর করতে কয়েক বছর সময় লাগবে।

তিনি বলেন PONREPP নার্গিসত্তোর পরিস্থিতি পুনরুদ্ধারে খাদ্য নিরাপত্তার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ, জীবনযাপন ব্যবস্থার উন্নয়ন গণস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার এবং সামাজিক অবকাঠামো এবং দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন বব্যস্থার সমন্বয় সাধণসহ আমাদের মাঝারি এবং দীর্ঘ মেয়াদী উদ্যোগ পরিকল্পনা প্রদান করেছে।

দক্ষিণ-পুর্ব এশিয়ার জাতিসমুহের সংস্থা (ASEAN), মিয়ানমার সরকার এবং জাতিসংঘের সমন্বয়ে গঠিত একটি ত্রিপক্ষীয় গ্রুপ এই পুনরুদ্ধার পরিকল্পনাটি প্রনয়ণ করেছে।

ব্যাংককে এসকাপ সদর দফতরে তার বাণীতে মিজ হেইজার উলে-খ করেন, ঘুর্ণিঝড় দুর্গতরা যাতে এ পরিকল্পনা থেকে প্রকৃতপক্ষে উপকৃত হতে পারে তা নিশ্চিত করতে এ প্রক্রিয়ার সাথে সব সময় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমপ্রক্তকা অপরিহার্য।

দক্ষিণ এশিয়ার কয়েক শত মিলিয়ন মানুষ পানি সংকটে ভুগছে- জাতিসংঘ প্রতিবেদনের সতর্কবাণী

০৬ ফেব্রুয়ারি- অতিরিক্ত অপব্যবহার, জলবায়ুর পরিবর্তন এবং দেশগুলোর মধ্যে অপর্যাপ্ত সহযোগিতার কারণে দক্ষিণ এশিয়ার কয়েক শত মিলিয়ন মানুষ পানি সংকটে ভুগছে, যা অর্ধেক নদী উপকূলীয় এলাকায় বসবাসরত ১.৫ মিলিয়ন লোকের জীবন হুমকীর মুখে ফেলে দিয়েছে বলে জাতিসংঘের একটি নতুন প্রতিবেদনে সতর্ক করে দিয়েছে।

জাতিসংঘ পরিবেশ কার্যক্রম (UNEP) এর মতে কিছু চরম দরিদ্র জনগোষ্টিসহ বিশ্বের প্রায় এক -চতুর্থাংশ লোক দক্ষিণ এশিয়ায় বসবাস করে যাদের বিশুদ্ধ পানি প্রাপ্তির সুযোগ ৫ শতাংশেরও কম।

হুমকির মুখে বিশুদ্ধ পানি: দক্ষিণ শিরনামে UNEP প্রকাশিত এক প্রতিবেদন এবং এশিয়ান প্রযুক্তি সংস্থা (AIT) এ অঞ্চলের নদী উপকূলের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিশুদ্ধ পানির উৎস পরীক্ষা করে, পানি সম্পদ উন্নয়ন এবং ব্যবস্থার মুল হুমকীগুলো চিহ্নিত করে এবং এসব হুমকী মোকাবেলায় চ্যালেঞ্জগলো মুল্যায়ন করে।

দক্ষিণ এশিয়ার বিশাল ভুখন্ডকে বহুদেশীয় ভুখন্ডের মধ্য দিয়ে যাওয়া একটি ত্রিমুখী নদী উপকূল ঘিরে রেখেছে: গঙ্গা- বক্ষ্রপুত্র- মেঘনা (GBM) (যা বাংলাদেশ, ভুটান, চীন, ভারত, ও নেপালকে ঘিরে রেখেছে), ইন্দো নদী উপকূল (যা আফগানিস্থান, চীন, ভারত, নেপাল ও পাকিস্তানকে ঘিরে রেখেছে) এবং হেলমন্দ নদী উপকূল (যা আফগানিস্তান, ইরান এবং পাকিস্তানকে ঘিরে রেখেছে)।

UNEP এর আঞ্চলিক পরিচালক এবং এশিয়া ও প্রাশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের প্রতিনিধি দিল-ীতে টেকসই উন্নয়ন সম্মেলনে আজ এই প্রতিবেদনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বলেন, 'পানি মানুষের স্বাস্থ্য এবং জীবনধারণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ায় যেখানে বহুদেশীয় ভুখন্ডের মধ্য দিয়ে যাওয়া ত্রিমুখী নদী উপকূলীয় অঞ্চলে কিছু চরম দরিদ্র জনগোষ্টিসহ ১.৫ মিলিয়ন মানুষ বাস করে।

** ** **